সাংগঠনিক কাঠামোঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন একজন কেবিনেট মন্ত্রী। রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য একজন প্রতিমন্ত্রী রয়েছেন।

মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে সচিব রয়েছেন। তিনি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ ০৮ (আট) টি সংস্থার কর্মকান্ড আইন অনুযায়ী নিষ্পন্ন করেন। এছাড়া প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার হিসেবে সচিব মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাসমূহের ব্যয়ের যথার্থতা নিশ্চিতকরণের দায়িত্বও পালন করে থাকেন।

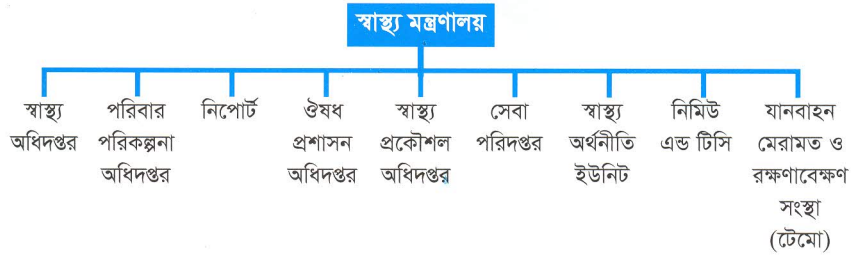

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি (এইচপিএনএসডিপি)ঃ

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি (এইচপিএন) খাতের বিদ্যমান বাধাসমূহ দূর করে এই কর্মসূচিকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৬ মেয়াদে পাঁচ বছরের জন্য স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি (এইচপিএনএসডিপি) বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত এইচপিএসপি (১৯৯৮-২০০৩) এবং এইচএনপিএসপি (২০০৩-২০১১) এর লব্ধ অভিজ্ঞতা, সরকারের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, রূপকল্প-২০২১ এবং স্বাস্থ্যনীতির আলোকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় তৃতীয় সেক্টর কর্মসূচি এইচপিএন-এসডিপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উপ-খাত সমূহের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হবে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হল জনগণের বিশেষ করে মহিলা, শিশু এবং সুবিধাবঞ্চিতদের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবা প্রাপ্তির চাহিদা বৃদ্ধি, কার্যকর সেবা প্রাপ্তি সহজলভ্য এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবা সমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস, রোগের প্রাদুর্ভাব ও মৃত্যু হার হ্রাস এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধি করা।

চিকিৎসা সেবার আধুনিকায়ন ও প্রত্যেক নাগরিকের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণ ও প্রসারের ক্ষেত্রে বিগত দুই দশক যাবৎ সরকার সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। ফলে প্রজনন হার ও মৃত্যু হার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এই সকল কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এমডিজি-৪ অর্জনে সন্তোষজনক অগ্রগতির জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশ পুরস্কৃত হয়েছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষে পুরস্কারটি গ্রহণ করেছেন। স্বাস্থ্যখাতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে সরকারের উদ্যোগ ও সাফল্যে জাতিসংঘের নারী ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক 'সাউথ-সাউথ' তথ্য প্রযুক্তি স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে নারী ও শিশু বিষয়ক 'সাউথ-সাউথ' তথ্য প্রযুক্তি সম্মাননা গ্রহণ করেন। বিগত ২টি সেক্টর প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের ফলে স্বাস্থ্য সূচকসমূহের উল্লেখযোগ্য হারে উন্নতি সাধিত হয়।

সারণিঃ স্বাস্থ্য সূচকসমূহের সাম্প্রতিক প্রবণতাঃ

সূচকসমূহ	বিবেচ্য বিষয়	২০০১	২০০৪	২০০৭	২০১১
জন্ম হার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	২০.৯	২০.৬	২০.৬	১৯.২
মৃত্যু হার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৫.৮	৫.৬	৫.৬	৫.৬
বিবাহের গড় বয়স (বছরে)	পুরুষ	২৫.৮	২৩.৪	২৩.৪	২৩.৯
	মহিলা	২০.৪	১৮.১	১৮.৪	১৮.৭
ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা		৪২১৮	৩১৩৭	২৯৯১	২৮৬০
প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল (বছরে)	জাতীয়	৬৪.২	৬৫.৪	৬৬.৬	৬৯
শিশু মৃত্যু হার (< ১ বছর, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৬৬	৬৫	৫২	৩৩
শিশু মৃত্যু হার (১-৪ বছর, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৯৪	৮৮	৬৫	৪১
মাতৃ মৃত্যু হার (প্রতি হাজারে)		৩.২	৩.৭	৩.৫	১.৯৪
গর্ভ নিরোধক ব্যবহারের হার (%)		৫৩.৮	৫৮.১	৫৫.৮	৬১.২
উর্বরতার হার (মহিলা প্রতি)		৩.৩	৩.০	২.৭	২.৩
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার				১.৪১	১.৩৭

উৎস: বিডিএইচএস-২০১১, নিপোর্ট, ইউনিসেফ।

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, পুষ্টি খাতের অর্জনঃ

- মাতৃমৃত্যু শিশুমৃত্যু হার হ্রাস পেয়েছে;
- টিকাদানের হার বৃদ্ধি পেয়েছে;
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও প্রজনন হার কমেছে এবং বেড়েছে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের হার;
- ভিটামিন 'এ' গ্রহণের হার বেড়েছে;
- জনগণের গড় আয়ু বেড়েছে;
- যক্ষ্মা রোগ চিহ্নিত করা ও নিরাময় হার বেড়েছে এবং এক্ষেত্রে সহস্রাব্দ লক্ষমাত্রাও ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে;
- পোলিও ও কুষ্ঠ রোগ কার্যত নির্মূল হয়েছে;
- অপুষ্টির হার কমেছে;
- এইচআইভি সংক্রমণের হার নিম্ন মাত্রায় রাখা সম্ভব হয়েছে;
- স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য দেশব্যাপী উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্য অবকাঠামো তৈরি ও নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে;
- জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য তৃণমূল পর্যায়ে ১২,৪৪৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে। গ্রামীন মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসার পাশাপাশি ২৯ রকম ঔষধ বিনা পয়সায় গ্রহণ করছে।

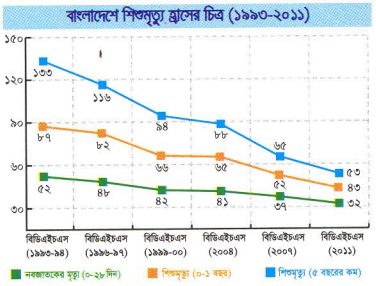

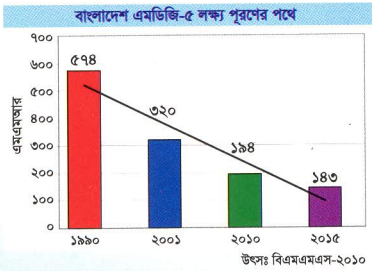

এইচপিএনএসডিপি'র কর্মকৌশল

- মা, নবজাতক ও শিশুর জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও সম্প্রসারণ করা;
- পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন সেবা সমূহ বৃদ্ধি করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস করা;
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের মাধ্যমে পুষ্টি সেবাকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করে সারাদেশে পুষ্টি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা;
- সংক্রামক ও অসংক্রামক ব্যাধির প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক সেবা জোরদার করা;
- স্বাস্থ্য খাতের সকল ক্ষেত্রে জনবল ও সহায়ক সুবিধাদি বৃদ্ধি করা;
- স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার এবং স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে কার্যকরী মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করা;
- ঔষধ ব্যবস্থাপনা জোরদার করা এবং মান সম্মত ঔষধ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা;
- সরকারি ও বেসরকারি খাত এবং এনজিওদের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার পরিধি সম্প্রসারণ করা;
- স্বাস্থ্য খাতের প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতিসমূহের পুনর্বিন্যাস ও সংস্কার সাধন।

এইচপিএনএসডিপি'র উল্লেখযোগ্য নতুন দিক

- মাতৃ, নবজাতক ও শিশু মৃত্যু হ্রাস করাকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদানের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর অধীনে একটি নতুন অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;
- শহরের বস্তি, দুর্গম ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে নিম্ন হার সম্পন্ন এলাকাসমূহে মাতৃ, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্য সেবার বিভিন্ন কার্যক্রম আরও জোরদার করা;
- ধাত্রী সেবা প্রদান ও ধাত্রী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা;
- যেসব এলাকায় মাতৃমৃত্যু হার বেশী এবং ভৌগলিক ও সামাজিক কারণে সুবিধা বঞ্চিত জনগণ বেশী সেসব এলাকায় সেবা প্রদানে অগ্রাধিকার দেওয়া;
- স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মধ্যে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত প্রশিক্ষিত জনবল, দক্ষতা, সুযোগ সুবিধাদির আদান প্রদান;
- মাতৃ স্বাস্থ্য জনিত জটিলতা হ্রাসে সার্বক্ষণিক (২৪/৭) হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্র ভিত্তিক সেবা প্রদান;
- বাড়ী বাড়ী সেবা প্রদান, উচ্চতর স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে রোগী প্রেরণসহ সার্বিক ভাবে অসুস্থ নবজাতকের স্বাস্থ্য সেবা জোরদার করা;
- জন্ম নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করার লক্ষ্যে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ জোরদার, পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদা (Unmet Need) পূরণসহ এলাকা ও লক্ষ্য ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা সেবা কার্যক্রম জোরদার করা;
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের মাধ্যমে পুষ্টি সেবাকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করে সারাদেশে পুষ্টি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা;
- কমিউনিটি ক্লিনিকসহ সকল স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল স্বাস্থ্য সেবা (ই-হেলথ) চালু করা।

কমিউনিটি থেকে জাতীয় পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবা সমূহ:

- গর্ভবতী ও প্রসূতি মা'র স্বাস্থ্য সেবা, স্বাভাবিক প্রসবে সহায়তা, নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবা;
- শিশুদের ডায়রিয়া, শ্বাসতন্ত্রের রোগ, নিউমোনিয়া, হাম, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা;
- ইপিআই কর্মসূচির মাধ্যমে টিকাদান কার্যক্রম আরও জোরদার করা;
- কিশোর-কিশোরী এবং সক্ষম দম্পতিদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত পরামর্শ প্রদান;
- মাঠ পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান;
- জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী বিতরণ;
- জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদী পদ্ধতি গ্রহণ জনিত সেবা প্রদান;
- ডায়রিয়ার জন্য ওরাল স্যালাইন, আয়রন ও ফলিক এসিড ট্যাবলেট বিতরণ;
- বিনামূল্যে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ বিতরণ ও নিরাপদ ঔষধ সেবন নিশ্চিত করা;
- স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম;
- যক্ষ্মা, গর্ভকালীন বিপদজনক অবস্থা, মারাত্নক ইনফ্লুয়েঞ্জা, এনথ্রাক্স সহ বিভিন্ন রোগ ব্যাধি চিহ্নিত করণ;
- হাসপাতাল ভিত্তিক সার্বক্ষণিক জরুরি স্বাস্থ্যসেবা/প্রসূতি সেবা প্রদান;
- জেলা হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতালে ICU/CCU সেবা প্রদান;
- সকল ধরণের রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষা;
- যক্ষ্মা রোগীর কফ পরীক্ষা এবং বিনামূল্যে যক্ষ্মা/কুষ্ঠ রোগের ঔষধ বিতরণ;
- পুষ্টি জ্ঞান প্রদান ও সম্পূরক অনুখাদ্যপ্রাণ বিতরণ;
- অপুষ্টি জনিত রোগ চিহ্নিত করা, মারাত্নক অপুষ্টি জনিত রোগীর চিকিৎসা ও উচ্চতর কেন্দ্রে প্রেরণ করা;
- রক্ত পরীক্ষা ও নিরাপদ রক্ত সঞ্চালন;
- মেডিসিন, শল্য চিকিৎসা, প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ, শিশুরোগ, হাড়ের রোগ, চক্ষু ও নাক কান গলা ও অন্যান্য রোগ সম্পর্কিত বিশেষায়িত চিকিৎসা প্রদান;
- মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর ও বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবা প্রদান;
- জটিল রোগীর চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে উচ্চতর সেবা কেন্দ্রে প্রেরণ;
- পর্যাপ্ত সংখ্যক সেবিকা, প্রশিক্ষিত ধাত্রী, প্যারামেডিক্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মী তৈরি করা;
- পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য ইলেক্ট্রনিক, প্রিন্ট মিডিয়াসহ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

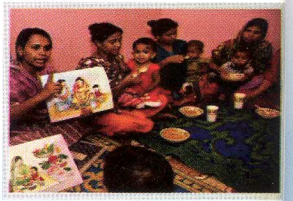

২০১৬ সালের ভিতরে আমরা যা অর্জন করতে চাই

- শিশু মৃত্যু হার প্রতি হাজারে ৪৩ থেকে ৩১ এ হ্রাস করা;
- ৫ বছরের নিচে শিশু মৃত্যু হার প্রতি হাজারে ৫৩ থেকে ৪৮ এ হ্রাস করা;
- নবজাতকের মৃত্যু হার প্রতি হাজারে ৩২ থেকে ২১ এ হ্রাস করা;
- মাতৃমৃত্যু হার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ১.৯৪ থেকে ১.৪৩ এ কমিয়ে আনা;
- দক্ষ প্রসবকারীর মাধ্যমে প্রসবের হার শতকরা ২৬ থেকে ৫০ এ উন্নীতকরণ;
- প্রজনন হার (TFR) প্রতি সক্ষম মহিলাতে ২.৩ থেকে ২.০ এ হ্রাস করা;
- জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার শতকরা ৬১.২ থেকে ৭২ এ উন্নীতকরণ;
- অনুর্ধ্ব-৫ বছর শিশুদের স্বল্প ওজনের হার শতকরা ৪১.০ থেকে ৩৩ এ হ্রাস করা;
- যক্ষ্মা রোগী চিহ্নিত করণের হার শতকরা ৭২ থেকে ৭৫ এ উন্নীতকরণ;
- অনুর্ধ্ব-১ বছর বয়সী শিশুদের সম্পূর্ণ টিকাদানের হার শতকরা ৭৮ থেকে ৯০ এ উন্নীত করা;
- স্বাস্থ্য কেন্দ্র সমূহে অতিরিক্ত ৩০০০ ধাত্রী নিয়োগ;
- নার্সিং কলেজের সংখ্যা ৮ থেকে ১৬ তে উন্নীতকরণ;
- সেবিকার সংখ্যা ২৭,০০০ থেকে ৪০,০০০ এ বৃদ্ধি করা;
- প্রশিক্ষিত প্রসবকারীর সংখ্যা ৬,৫০০ থেকে ১৩,৫০০ তে বৃদ্ধি করা;
- রেজিষ্টার্ড চিকিৎসকের সংখ্যা ৫৩,০৬৩ থেকে ৭০,০০০ এ বৃদ্ধি করা;
- কমিউনিটি ক্লিনিক এর সংখ্যা ১০,৭২৩ থেকে ১৩,৫০০ তে বৃদ্ধি করা;
- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ৩,৮৬০ থেকে ৪,১১৪ এ বৃদ্ধি করা;
- সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ;
- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সম্প্রসারণ (আপগ্রেডেশন) ১,৪৪১ থেকে ২,২৪১ এ বৃদ্ধি করা।

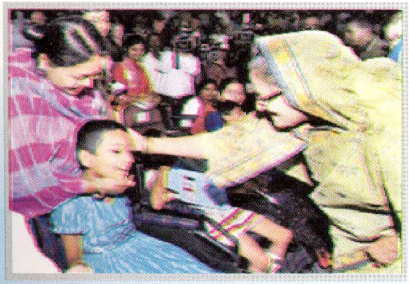

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমঃ

১	২	৩	৪
ক্রমিক নং	উপ-খাত	২০১৩ সাল	২০০৮ সাল
১	**কমিউনিটি ক্লিনিক**		
	নির্মাণ	সরকারের বর্তমান মেয়াদে এ পর্যন্ত হতে নেয়া ১,৯০৫টির মধ্যে ১,৮৫০ টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মিত হয়েছে।	বিগত সরকারের সময় কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম চালু ছিল না।
	চালুকরণ	১৩,৫০০টির মধ্যে ১২,৪৪৮ টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে।	
	নিয়োগ প্রদান	১৩,৫০০টি কমিউনিটি হেলথ্ প্রোভাইডার পদের মধ্যে ১৩২৪০টি পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।	
	ঔষধ সরবরাহ	• ২০০৯ সালে ৫৮ কোটি টাকার ২৫ প্রকার ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে। • ২০১০ সালে ৯১ কোটি টাকার ২৫ প্রকার ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে। • ২০১১ সালে ১২৮ কোটি টাকার ২৮ প্রকার ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে। • ২০১২ সালে ১৩০ কোটি টাকার ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে।	
	সেবা গ্রহিতার সংখ্যা	• ২০০৯ সালে ১,৪৬,২৭,৪১৬ জন সেবা গ্রহণ করেছে এবং ২,২২,৯০৫ জনকে উচ্চ পর্যায়ে রেফার করা হয়েছে • ২০১০ সালে '২,৩৬,৯১,৩০৬ জন সেবা গ্রহণ করেছে এবং ৪,৪০,৩৫২ জনকে উচ্চ পর্যায়ে রেফার করা হয়েছে • ২০১১ সালে ৩,৭২,৯১,৭৪৪ জন সেবা গ্রহণ করেছে এবং ৭,৭১,৩৯৫ জনকে উচ্চ পর্যায়ে রেফার করা হয়েছে • ২০১২ সালে ৭,২২,৩৩,৯৫২ জন সেবা প্রদান এবং ১৬, ৬০, ৮৭২ জনকে উচ্চ পর্যায়ে রেফার করা হয়েছে।	